miKv‡ii mšvm `gb

সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ। জনগণের অভিভাবকগণ জনগণের সঙ্গে মস্করা করেন। জনগণকে বোকা বানান। সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপর এক সন্ত্রাসীর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শোক জানান! পুরনো ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী ছগিরের মরদেহে প্রধানমন্ত্রীসহ ১৪ জন মন্ত্রীর দেয়া ফুল এখনো শুকায়নি। যার বিরুদ্ধে সার্জেন্ট ফরহাদ হত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধে ১২টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নতুন ছয়টি থানা উদ্বোধন করে বলেন, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের ছাড় দেয়া যাবে না। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনে আপসহীন হতে হবে। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের ব্যাপারে কঠোর হতে হবে। এই হলেন আমাদের আপসহীন সরকারপ্রধান।

রতন কুমার প্রসাদ
গ্রিনরোড, ঢাকা

সেইসব প্রতারক

পয়সা ছিটানো ভালোবাসা বিকানো পুরুষগুলো থেকে সাবধান! এদের জীবনে একটাই আরাধ্য- নারী লোলুপতা, ভোগের লুণ্ঠনতা। এরা সমাজে সমরনায়ক, নব্য রাজনীতিবিদ, গুরুগম্ভীর আমলা, কেউবা প্রথিতযশা ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। খুব নরম মনের রসালো বয়ান ঝেড়ে নিষ্ঠুরতম কাজটা করতেও পিছপা হবে না কখনো। এরাই অভি, এরাই আজিজ ভাই, এরা এরশাদ- এরা আমাদের বিবেকের সবচেয়ে বড় পরাজয়। সমাজের দংশিত ক্ষত। সাবধান হতভাগ্যরা, সাবধান!

সৈয়দ হায়দার আলী
Newyork, USA

বিষয়টি মানবিক

ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছিলাম উত্তরা মডেল টাউনে। ফিরতি পথে বৃষ্টি থাকায় বাসে যাত্রী হাতে গোনা। এরই মাঝে এয়ারপোর্ট স্টপেজ থেকে উঠলো এক কিশোরী, সঙ্গে সম্ভবত বাবা হবে। দু'জনের হাতে ফলদ বৃক্ষের চারা। ঘটনাটা তখনই শেষ হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু না, মূল ঘটনা হলো আমি মেয়েটার দিকে তাকিয়ে প্রায় পাথরের মতো হয়ে গেলাম। সমুদ্র কৈশোরের ছোঁয়া লাগা নিষ্পাপ মেয়েটার মুখ আর হাত ঝলসে দিয়েছে কোনো এক জানোয়াররূপী নরপিশাচ এ্যাসিডের তীব্র ঝাঁজে। এ দৃশ্যও আমাদের দেখতে হবে? এর পরেও আমরা নিশ্চুপ থাকবো? সংখ্যালঘু কিছু মানুষ আমাদের সুন্দর দেশটাকে এ্যাসিড দিয়ে ঝলসে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত আর আমরা নির্বাক বোধহীন। ছি...ছি... মানুষ হিসেবে আমরা আর কতো নীচে নামবো? আমাদের বিচার হবে কোন আদালতে?

মিশু
সেক্টর-১২, উত্তরা মডেল টাউন

ল ন্ড ন ট্র্যা জে ডি

গত বৃহস্পতিবার লণ্ডনের কয়েকটি পাতাল রেল ও বাসস্টেশনে অল্প সময়ের ব্যবধানে একের পর এক বোমো হামলায় সারা বিশ্ব স্তম্ভিত।

পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, বোমা বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা পর একটি ওয়েবসাইটে আল-কায়েদা'র সহযোগী আল-কায়েদা জিহাদ ইন ইউরোপ নামের একটি সংগঠন হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছে। তবে আরেকটি বিষয় হলো, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আগে এ খবরের সত্যাসত্য নিরূপণ করা সম্ভব নয় এবং তা ঠিকও হবে না। এখন যুক্তরাজ্যের শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত। ইসলাম মানবতার ধর্ম। শুধু ইসলাম কেন, কোনো ধর্মই সন্ত্রাসের কথা বলে না; অরাজকতা, অস্থিরতার কথা বলে না। যারা এ ধরনের ঘটনার সৃষ্টি করে তারা মূলত কোনো ধর্মের নয়, দেশের নয়। মানবতা বিরোধী শক্তি। বিশ্ববাসীর কাছে অনুরোধ, এ ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে ইসলামের কোনো যোগসূত্র খুঁজবেন না। সন্ত্রাসীদের যোগসূত্র খুঁজুন। সন্ত্রাসবাদের পক্ষে 'না' বলুন।

শামীমা সুলতানা, পশ্চিম শেওড়াপাড়া, ঢাকা

বিতর্ক : মোবাইল

এবারের বাজেটে মোবাইল ফোনের সিমকার্ডের ওপর ৯০০ টাকা নতুন শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। মোবাইল কোম্পানিগুলো এ শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছে। তারা বলেছে, ট্যাক্স আরোপের এ সিদ্ধান্ত গ্রামের গরিব মানুষকে মোবাইল ফোন সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে। মোবাইল ফোন একবার ক্রয় করলে তাকে মাসে মাসে শত শত টাকা কলচার্জ দিতে হয়। মোবাইল ফোন গ্রামের দরিদ্র মানুষের কি উপকারে আসবে? ফোন ব্যবহারে গরিব মানুষের আয় বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা আছে কি? কোম্পানিগুলো কলচার্জ কমাবার কোনো কথাই বলছে না। এক সময় কোম্পানিগুলো একটি সিমকার্ড ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছে। কোম্পানিগুলো এভাবেই জনগণকে শোষণ করেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকেও এরা বেশি শোষণকারী। আজ গরিবদের জন্য দরদ দেখাচ্ছে। এ দেশের মানুষের প্রতি যদি মমতা দেখাতে হয়, তবে অবিলম্বে ভারতের কোম্পানিগুলোর সমান কলচার্জ ধার্য করতে হবে এবং লাইন রেট কমাতে হবে।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
পুষ্পরাজ সাহা লেন
লালবাগ, ঢাকা

২.

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সেলফোনকে তাদের নিজেদের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ বলে মনে করছে। সাধারণ মানুষের এ 'চাহিদাটুকু' জিম্মি করে কোম্পানিগুলো অর্থ লুটে নিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানিকেও হার মানাচ্ছে। বাংলাদেশে সবশেষে যে সেলফোন কোম্পানিটি ব্যবসা

কাঠগড়ায় বাংলাদেশ

বিদেশী কূটনীতিক এবং স্বদেশী রাজনীতিকদের আঁতাতের কারণে দেশ আজ সত্যিই কাঠগড়ায়। রাজনীতিবিদদের কারণে দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। রাজনীতিকরা দেশের বিবিধ ইস্যুতে টেনে আনছেন বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের। বারবার ডেকে আনার ফলে তারা কূটনীতির সীমা অতিক্রম করে মন্তব্য করছেন। এই মন্তব্যগুলো চাবুকের মতো আমাদের শরীরে আঘাত করছে। আমরা সাধারণ মানুষ ব্যথিত। সঙ্কোচ নেই কেবল রাজনীতিকদের। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে তারা খর্ব করছেন বাংলাদেশের ইমেজ। এদের কারণেই বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন, মৌলবাদী ইমেজ বিশ্বজুড়ে। ক্ষমতায় যাওয়ার নেশা আমাদের পেশাদার রাজনীতিবিদদের বিবেককে পুরোপুরি গিলে খেয়েছে। আর এ কারণেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে দেশের বদনাম করতে পারেন। রক্ষণশীলরাও চিন্তা করে না তাদের উগ্রবাদী কর্মকান্ড দেশের ভবিষ্যৎকে কতখানি বিপন্ন করতে পারে। আর এই রাজনীতিকদেরই আমরা ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাই! সেই সংসদ তাদের কাছে গৌণ, মুখ্য হলো বিদেশী কূটনীতিক আর দূতাবাসের আশীর্বাদ। ফলাফল কাঠগড়ায় দন্ডায়মান বাংলাদেশ।

মোস্তফা রাশেদ
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ
চট্টগ্রাম

চালু করলো তারা প্রায় বিনা পয়সাতেই সিম বিতরণ করেছে। সিমে সরকারি কর আরোপিত হওয়ায় অবশ্যই এর বিক্রি কমে যাবে। এতে একই ব্যক্তি হয়তো আর একাধিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে চাইবে না এবং সেলফোন কোম্পানিগুলোর সংযোগ দেয়ার সংখ্যাও কমে যাবে। এ ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো যদি তাদের কলচার্জ দু-আড়াই টাকা মিনিটে নিয়ে আসে, তাহলে সেলফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। সাইফুর রহমান সাহেব সেলফোন কোম্পানিগুলোর ওপর যে চাপটি দিয়েছেন এ জন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। একই সঙ্গে সেলফোন কোম্পানিগুলো যে নানা ধরনের ফন্দি-ফিকির করে মানুষের পকেটের টাকা বের করে নিচ্ছে, এ ক্ষেত্রেও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

আনিসউল হক
আইনজীবী সমিতি, নীলফামারী

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রতিদিন বিষ খাচ্ছি আমরা

আমরা প্রতিনিয়ত যেসব খাবার গ্রহণ করি তা কতোটা জীবাণুমুক্ত? ঢাকা শহরে মানুষ জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন জেলা থেকে ছুটে আসে। তখন মানুষের খাবার গ্রহণের একমাত্র মাধ্যম হয় হোটেল-রেস্তোরাঁ। এই হোটেলগুলো কি জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন? হোটেলের সবচেয়ে পরিষ্কার জায়গা থাকবে রান্নাঘর। কিন্তু দেখা যায় সেই রান্নাঘরটা থাকে সবচেয়ে নোংরা। বলা হয়ে থাকে, হোটেলের প্রথম দিনের তেল হোটেল পরিচালনার শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যায়। সেই তেল আগুনে পুড়তে পুড়তে এক সময় Toxic Substance-এ পরিণত হয়। আর এই তেলযুক্ত খাবার খেয়ে মানুষ পেপটিক আলসারসহ বিভিন্ন ধরনের পেটের পীড়ায় ভোগে। অনেক রেস্টুরেন্ট মরা মুরগি বিক্রি করছে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কোনো এক হোটেলে কুকুরের মাংসও পাওয়া গেছে। আর গরুর মাংস বলে আমরা যেটা খাই সেটা আসলে গরুর কি না তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ঢাকা শহরে ৫ হাজার রেস্টুরেন্ট আছে। কিন্তু ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের রেজিস্ট্রেশনকৃত রেস্টুরেন্টের সংখ্যা মাত্র এক হাজার। আর এ রেস্টুরেন্টগুলো পরিদর্শনের জন্য মাত্র আঠারো জন Sanitory Inspector কাজ করেন। সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই আঠার জনের পক্ষে এতোগুলো রেস্টুরেন্টের খাবারের মান বিচার করা সম্ভব নয়।
অপরদিকে আমরা যদি ফলের বাজারের দিকে তাকাই, সেখানেও বিষের ছড়াছড়ি। মৌসুমের ফলগুলো পাকাচ্ছে তারা রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে। প্রতিদিন ঢাকাবাসী ৬ হাজার কেজি বিষ খাচ্ছে আমের সঙ্গে। এটা আসলেই দুঃখজনক। সরকারের উচিত খাবারে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম, সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা

তাজমহলের মালিক

তাজমহল এখন ভারতের জাতীয় সমাধি। এর মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াল সম্রাট শাহজাহানের বংশধর দাবিদার দুই ব্যক্তি আর বিজেপির সমর্থনপুষ্ট এক সমাজকর্মী। দুপক্ষের দাবি ভিন্ন ভিন্ন। এক পক্ষ চায় তাজমহলকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে একটি ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করা হোক। এবং বংশধর দাবিদার ঐ দু'ব্যক্তিকে এর মোতাওয়াল্লি বা সভাপতি করা হোক। আর অপর পক্ষের দাবি, তাজমহল আগে হিন্দু মন্দির ছিলো। ১৪৯৫-৯৬ সালে তাজমহল নির্মাণ করেন এক হিন্দু রাজা পরমার দেব। এর মধ্যে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহজাফরের 'নাতির, নাতি' পরিচয় দিয়ে তাজমহলকে 'ওয়াকফ' বানানোর দাবি জানান প্রিন্স ইয়াকুব হাবিবুদ্দিন। তিনি তাজমহল কর্তৃপক্ষের হাতে একটি আবেদনও তুলে দিয়েছেন। হাবিবুদ্দিনের দাবি, তিনি সম্রাট শাহজাহানের উত্তর পুরুষ। সুতরাং তাকেই করা হোক 'মোতাওয়াল্লি'। এর আগে আরো একটি দাবি ওঠে। তিনি জনৈক ইরফান বেদার। তিনিও একই দাবি করেন এবং মোতাওয়াল্লি হতে চান। তবে হাইকোর্ট এখনো কারো পক্ষে রায় দেননি। প্রথমে বিষয়টি হাইকোর্ট দায়িত্ব দেয় উত্তর প্রদেশ সেন্ট্রাল 'ওয়াকফ' বোর্ডকে। ওয়াকফ বোর্ড এ শুনানি গ্রহণ করেছে। এসব নথি খুঁটিয়ে দেখার পর রায় দেয়া হবে ১৩ জুলাই। এসব ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগ। পুরাতত্ত্ব বিভাগ ইতিমধ্যে তাজমহল সংক্রান্ত নানা নথি সংগ্রহের কাজে নেমেছে। সম্রাট শাহজাহানের বংশধর হিসেবে যারাই অবতীর্ণ হোক না কেন, তাদের হাতে তাজমহল ফিরিয়ে দেয়া হোক এটা চাইছে না ভারতের ১০০ কোটি মানুষ।

রফিকুল ইসলাম
পশ্চিম চৌকিদেখি, সিলেট

৫০ বছরে চলচ্চিত্র

১৯৫৪ সালের ৩ আগস্ট একটি আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে এ দেশে সুষ্ঠু বিনোদন চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু। চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেলেও এর মান নৈতিক পর্যায়ে নেই । অশ্লীলতা চলচ্চিত্রকে গ্রাস করে ফেলেছে। বাস্তবতা বিবর্জিত ছবির সংখ্যাই বেশি। ঢাকার বাইরের ছবিঘরে প্রদর্শিত হয় প্রায় উপপর্ণো ছবি। অশ্লীলতা নিয়ে কথা হয় কিন্তু কাজ হয় না। এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাই।

এস.এম. ইকবাল
আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলে জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানা:
ফোরাম
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

হরতাল চাই না

বাংলাদেশ অসংখ্যবার দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আমরা ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এই সোনার বাংলা পেয়েছি। তাই দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে দেখতে চাই। এখন আর হরতাল নয়, অরাজকতা নয়, দেশের সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে অচিরেই দেশকে দুর্নীতিমুক্ত হিসেবে গড়ে তুলবো।

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

প্রতিক্রিয়া : জাপানে শহীদ মিনার

নিজেদের ভাবমূর্তি পরিবর্তনের কোনো প্রকার ইচ্ছা বা চেষ্টা আমাদের নেই। আমরা প্রবাসীরা বিভিন্ন দল-মতে বিশ্বাসী। সেই সূত্রে হাজারটি সংগঠন আমাদের। আমরা একে অন্যের ওপর দোষ চাপাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। চরিত্রগত এই মিলটি আমাদের প্রায় সব প্রবাসীদের মধ্যেই আছে। বিদেশে গিয়ে আমাদের হয়তো অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে ডলার, ইয়েন, ইউরোর কারণে, কিন্তু মানসিকতার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। শুনলাম টোকিওর নিশিগুচিকোয়েন পার্কের কাছে বাংলাদেশের শহীদ মিনার তৈরি হতে যাচ্ছে। এটা যে কত বড় অর্জন তা ভাবাও যায় না। এই অর্জন জাপান প্রবাসী সব বাঙালির। অথচ এই শহীদ মিনার নিয়ে এরই মধ্যে নানা দলে, নানা মতে বিভক্ত প্রবাসীরা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করেছে। এখানেও নোংরা রাজনীতির খেলা! ভিনদেশে নিজের দেশের একটা শহীদ মিনার- এই অর্জনটির কৃতিত্ব ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা আমাদের। একবার ভাবুন, এ অর্জন আমাদের সবার, সব বাঙালির।

কানিজ ফাতেমা
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ